# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

## প্রকল্পের প্রয়োজন:

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ আগরতলা শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। রাজবাড়ীর বর্তমানে রাজপ্রাসাদটির একটি অভিন্ন পরিচয়ের অভাব রয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন ফাংশনের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে, পর্যটন কার্যক্রম শুধুমাত্র দর্শনীয় স্থানগুলিতে সীমাবদ্ধ রয়েছে, যার ফলে এর সম্ভাবনার অপব্যয় ঘটে। প্রাসাদ চত্বরের সেন্স স্পষ্ট নয়। প্রস্তাবিত কাজের মাধ্যমে এলাকার পরিবেশ উন্নত হবে এবং পর্যটন সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সড়কগুলির উন্নতির জন্য অন্যান্য পদক্ষেপগুলি শহরকে যানজটমুক্ত করতে এবং গতিশীলতা, নান্দনিকতা, রাস্তাগুলি পথচারী বান্ধব করে তুলতে সহায়তা করবে।

## নির্দিষ্ট প্যাকেজের নাম এবং প্রয়োজনীয়তা:

4133-IND (আগরতলা শহর নগর উন্নয়ন প্রকল্প) ঋণের আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আগরতলা শহরের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ কমপ্লেক্সের পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থ প্রদান করে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সেফগার্ড পলিসি স্টেটমেন্ট (এসপিএস), জুন 2009 অনুযায়ী প্রকল্পটি 'ক্যাটাগরি বি' তে শ্রেণিবদ্ধ হওয়ায় প্রকল্পের জন্য পরিবেশ মূল্যায়ন (প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা) করা হয়।

এএসসিএল প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং এএসসিএল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শক এবং পরিবেশ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ দ্বারা সমর্থিত।

**নির্মাণ সংস্থা এবং প্যাকেজ কস্টসহ নির্মাণ মেয়াদ** এই প্যাকেজটি মেসার্স মেকগেল প্রিমিয়ারওয়ার্ল্ড জেভিকে 09th ফেব্রুয়ারি 2021 সালে প্রদান করা হয়েছিল। চুক্তির মেয়াদ নকশা ও নির্মাণে 11 মাস এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে 60 মাস। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে 356,876,451.07 টাকা (ভারতীয় রুপি পঁয়ত্রিশ কোটি অড়ষট্টি লক্ষ সাতষট্টি হাজার চারশো একানব্বই এবং পয়সা সাতানব্বই)।

**প্রকল্পের শ্রেণীকরণ, প্রকল্পের পরিধি - ফলাফল**: আগরতলা শহরের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ কমপ্লেক্সের পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ধারের পরিবেশগত প্রভাবগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা ও নকশা প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নগর উন্নয়নের জন্য এডিবির দ্রুতগামী এনভারনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট ব্যবহার করে একটি পরিবেশগত মূল্যায়ন পরিচালিত হয়েছিল, এবং মূল্যায়নের ফলাফলগুলি দেখায় যে উপপ্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য প্রতিকূল প্রভাবের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, পরিবেশের জন্য এডিবি এসপিএসের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রকল্পটিকে **'বি'** ক্যাটাগরির প্রকল্প হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। কাজের পরিধি নিম্নলিখিত কার্যক্রমের রূপরেখা:

- সামনের প্রাসাদ উদ্যান এবং সম্মুখ আলোকসজ্জার সংস্কার ও পুনরুদ্ধার।
- উত্তর গেটের পুনরুজ্জীবন এবং আস্তাবল কাঠামোর রূপান্তর।

- ফুড কোর্টের প্রস্তাব।
- মাল্টি-অ্যাকটিভিটি প্লাজা এবং অ্যাম্ফিথিয়েটার সহ রিয়ার গার্ডেন পুনরুজ্জীবন।
- ভিজিটর পার্কিংয়ের প্রস্তাব।
- পূর্ব লেক প্রান্ত উন্নয়ন।

**স্টেকহোল্ডার এবং স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শের ফলাফল:** স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে স্থানীয় সম্প্রদায়ও রয়েছে, এনজিও / সিবিও, অধিবাসীরা, শ্রমিক, দোকানদার, জনপ্রতিনিধি, আগরতলা পৌর নিগম, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড, পর্যটন বিভাগ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য কমিউনিটির প্রতিনিধিরা, সুবিধাভোগী সম্প্রদায়, এবং অর্থায়ন সংস্থা হিসেবে এডিবি। প্রস্তাবিত প্রকল্পের সুফল এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত সমস্যা এবং প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়। তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, নির্মাণকাজ শেষ হলে রাজপ্রাসাদ ও পূর্ব লেকের পাড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে এবং পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

**প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রশমন ব্যবস্থা :** নির্মাণের সময় সম্ভাব্য প্রভাবগুলি সাধারণ এবং অস্থায়ী এবং ভালভাবে উন্নত প্রশমন ব্যবস্থা রয়েছে। সাময়িক নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেবে, যা মূলত থেকে উদ্ভূত হবে

- নির্মাণ ধুলো এবং শব্দ।
- নির্মাণ সামগ্রীর চালান।
- আবাসিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, যান চলাচল ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিপর্যস্ততা।
- স্থানীয় রাস্তায় বর্জ্য ও যন্ত্রপাতি।
- নির্মাণ সামগ্রীর খনি।
- পেশা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিক।

এই সবগুলি স্বল্প সময়ের জন্য নির্মাণের সাধারণ প্রভাব, এবং ইএমপিতে প্রস্তাবিত প্রশমনের ভাল উন্নত পদ্ধতি রয়েছে।

নির্মাণ সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা অর্থাত্ এএসসিএল-এর অধীনে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

## উপসংহার:

প্রকল্পের সমস্ত পরিবেশগত প্রভাবগুলি প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ এবং অপারেশন পর্বের সাথে সম্পর্কিত মূল্যায়ন এবং চিহ্নিত করা হয়েছে। এনভারনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (ইএমপির) সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নির্মাণ ও কার্যক্রম পরিচালনার সময় পরিবেশগত মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশমন নিশ্চিত করা হবে। ইএমপি পরিবেশগত প্রভাব হ্রাসে প্রকল্প সংস্থা ও ঠিকাদারকে সহায়তা করবে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিবেশগত সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তাদের দিকনির্দেশনা দেবে। নির্মাণকালীন সময়ে এনভারনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান(ইএমপি)/এসইপি-র একটি করে কপি সব সময় অন-সাইটে রাখতে হবে।

ইএমপি সাইটে কাজ করা ঠিকাদারের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে এবং চুক্তিভিত্তিক ধারার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই চুক্তি বর্ণিত শর্তাবলীর সাথে অননুমোদিত বা কোন প্রকার বিচ্যুতি হলে তা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বলে গণ্য হবে।